

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জুন ১৬, ২০০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ০২ আষাঢ় ১৪১৫ বঙ্গাব্দ/১৬ জুন ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩০(মুঃপ্রঃ)।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ২৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১২ জুন, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখে প্রণীত নিম্নে উল্লেখিত অধ্যাদেশটি এতদ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হইল।

চার্টার্ড সেক্রেটারীজ অধ্যাদেশ, ২০০৮

২০০৮ সনের ৩০ নং অধ্যাদেশ

চার্টার্ড সেক্রেটারী পেশার উন্নয়ন, বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে প্রণীত

অধ্যাদেশ

যেহেতু চার্টার্ড সেক্রেটারী পেশার উন্নয়ন, বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

যেহেতু সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতিবু নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

(৩৬১১)

মূল্য : টাকা ১২.০০

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩ এর দফা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেন :—

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই অধ্যাদেশ চার্টার্ড সেক্রেটারীজ অধ্যাদেশ, ২০০৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেই তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে ইহা কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে—

- (ক) “ইনস্টিটিউট” অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত ইনস্টিটিউট;
- (খ) “এসোসিয়েট” অর্থ ধারা ১৭ এর অধীন কোন এসোসিয়েট সদস্য;
- (গ) “কাউন্সিল” অর্থ ধারা ৫ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত চার্টার্ড সেক্রেটারীজ কাউন্সিল;
- (ঘ) “কমিটি” অর্থ ধারা ১৩ এর অধীন গঠিত স্থায়ী বা ক্ষেত্রমত সাব-কমিটি;
- (ঙ) “কোম্পানী আইন” অর্থ কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন);
- (চ) “চার্টার্ড সেক্রেটারী” অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন প্রতিষ্ঠিত ইনস্টিটিউটের নিবন্ধিত সদস্য;
- (ছ) “ট্রাইব্যুনাল” অর্থ ধারা ৭ এর দফা (খ) এর অধীন গঠিত ট্রাইব্যুনাল;
- (জ) “ট্রেজারার” অর্থ কাউন্সিলের ট্রেজারার;
- (ঝ) “তহবিল” অর্থ ধারা ২৩ এর অধীন গঠিত তহবিল;
- (ঞ) “নির্ধারিত” অর্থ প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত;
- (ট) “প্র্যাকটিস” অর্থ চার্টার্ড সেক্রেটারী সংশ্লিষ্ট প্র্যাকটিস;
- (ঠ) “প্রেসিডেন্ট” অর্থ কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট;
- (ড) “প্রবিধান” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

- (ঢ) “পেশা” অর্থ চার্টার্ড সেক্রেটারীর পেশা, যাহা একজন কোম্পানী সেক্রেটারী বা বোর্ড সেক্রেটারী বা সেক্রেটারী, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, কোম্পানী আইন, সিকিউরিটিজ আইন এবং অন্যান্য প্রচলিত আইন অনুসারে করিয়া থাকেন;
- (ণ) “পেশাগত অসদাচরণ” অর্থ ধারা ১৯ এ উল্লেখিত অসদাচরণ;
- (ত) “ফেলো” অর্থ ধারা ১৭ এর অধীন কোন ফেলো সদস্য;
- (থ) “বিলুপ্ত ইনস্টিটিউট” অর্থ ধারা ৩১ এর অধীন বিলুপ্ত Institute of Chartered Secretaries and Managers of Bangladesh, যাহা কোম্পানী আইনের ধারা ২৮ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত।
- (দ) “রেজিস্টার” অর্থ ধারা ১৪ এর অধীন সংরক্ষিত রেজিস্টার;
- (ধ) “সদস্য” অর্থ ধারা ১৫ এর অধীন রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত সকল ব্যক্তি;
- (ন) “সিকিউরিটিজ আইন” অর্থ Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ord. No. XVII of 1969)।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা এবং কাউন্সিলের গঠন ও ক্ষমতা ইত্যাদি

৩। ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা।—(১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে চার্টার্ড সেক্রেটারীজ ইনস্টিটিউট নামে একটি ইনস্টিটিউট থাকিবে।

(২) ইনস্টিটিউট একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী সাপেক্ষে ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইনস্টিটিউট ইহার স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

(৩) ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে এবং ইহা, প্রয়োজনবোধে, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৪। ইনস্টিটিউটের কর্মকাণ্ড।—(১) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ইনস্টিটিউটের সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হইবে।

(২) প্রবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইনস্টিটিউটের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হইবে।

৫। কাউন্সিল।—ইনস্টিটিউটের কার্যাদি নির্বাহ করিবার জন্য উহার একটি নির্বাচিত কাউন্সিল থাকিবে, যাহা চার্টার্ড সেক্রেটারীজ কাউন্সিল নামে অভিহিত হইবে।

৬। কাউন্সিল গঠন।—(১) নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে কাউন্সিল গঠিত হইবে, যথা :—

- (ক) ফেলো ও এসোসিয়েট সদস্যদের মধ্য হইতে নির্বাচিত ১৩ (তের) জন সদস্য;
- (খ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য যুগ্ম-সচিব পর্যায়ে একজন কর্মকর্তা;
- (গ) অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য যুগ্ম-সচিব পর্যায়ে একজন কর্মকর্তা;
- (ঘ) সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (এস.ই.সি) কর্তৃক মনোনীত উক্ত কমিশনের একজন সদস্য; এবং
- (ঙ) রেজিস্ট্রার, রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এণ্ড ফার্মস।

(২) এই অধ্যাদেশ প্রবর্তিত হইবার নব্বই দিনের মধ্যে কাউন্সিলের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হইবে এবং উক্ত সভায় কাউন্সিলের নিম্নবর্ণিত পদসমূহ উপ-ধারা ১(ক) তে উল্লিখিত সদস্যগণের মধ্য হইতে নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে, যথা :—

- (ক) প্রেসিডেন্ট;
- (খ) সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট;
- (গ) ভাইস প্রেসিডেন্ট; এবং
- (ঘ) ট্রেজারার।

(৩) কোন মনোনীত সদস্য উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত পদে নির্বাচনের যোগ্য হইবে না।

(৪) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত কোন পদ শূন্য হওয়ার তারিখ হইতে অনধিক নব্বই দিনের মধ্যে কাউন্সিল নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্বাচন করিয়া শূন্য পদটি পূরণ করিবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শূন্য পদ পূরণ করা সম্ভব না হইলে উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) তে উল্লিখিত সদস্যগণের মধ্য হইতে কাউন্সিল উক্ত শূন্য পদ পূরণ করিতে পারিবে এবং অনুরূপভাবে নির্বাচিত সদস্য এই ধারার অধীন নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

(৬) প্রেসিডেন্ট কাউন্সিলের প্রধান হইবেন।

(৭) প্রেসিডেন্ট এবং কাউন্সিলের অন্যান্য সদস্যগণ নির্বাচিত হইবার তারিখ হইতে কাউন্সিলের মেয়াদ উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত স্ব-স্ব পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন এবং তাহারা পুনঃনির্বাচনের যোগ্য হইবেন।

(৮) প্রেসিডেন্ট এর পদ শূন্য হইলে বা তাহার অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে তিনি তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, উক্ত শূন্য পদে নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা প্রেসিডেন্ট পুনরায় স্থায়ী দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এর অবর্তমানে ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রেসিডেন্টের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করিবেন।

৭। কাউন্সিল নির্বাচন ও বিরোধ নিষ্পত্তি।—ধারা ১১ এ নির্ধারিত কাউন্সিলের মেয়াদ শেষ হইবার পূর্ববর্তী ষাট দিনের মধ্যে নতুন কাউন্সিল এর নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে হইবে এবং নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে কাউন্সিলের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে, যথা :—

(ক) কাউন্সিলের সদস্যগণ বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্বাচিত হইবে; এবং

(খ) এই ধারার অধীন অনুষ্ঠিত কোন নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিরোধ দেখা দিলে ফেলো সদস্যগণের মধ্য হইতে একজন জ্যেষ্ঠ সদস্যকে চেয়ারম্যান এবং অন্য দুইজন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত ট্রাইব্যুনালের নিকট উক্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ করিতে হইবে এবং এই বিষয়ে ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৮। কাউন্সিল সভা।—(১) প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে কাউন্সিলের সভা অনুষ্ঠিত হইবে এবং তাহার নির্দেশে সচিব কর্তৃক উক্ত সভা আহত হইবে।

(২) প্রেসিডেন্ট কাউন্সিলের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং উভয়ের অনুপস্থিতিতে ভাইস প্রেসিডেন্ট সভাপতিত্ব করিবেন।

(৩) শুধুমাত্র কাউন্সিলের কোন সদস্যপদে শূন্যতা বা কাউন্সিল গঠনে কোন ত্রুটি থাকার কারণে কাউন্সিলের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

(৪) ন্যূনতম পাঁচজন সদস্য সমন্বয়ে কাউন্সিলের সভার কোরাম গঠিত হইবে।

(৫) কাউন্সিলের প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক (casting) ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

৯। কাউন্সিল সদস্যের পদত্যাগ।—(১) সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট বা সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্টের পদ শূন্য থাকিলে ভাইস প্রেসিডেন্টের নিকট স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে প্রেসিডেন্ট এবং প্রেসিডেন্টের নিকট স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে কাউন্সিলের ফেলো ও এসোসিয়েট সদস্য পদত্যাগ করিতে পারিবে।

(২) পদত্যাগপত্র গৃহীত হইবার তারিখ হইতে উহা কার্যকর হইবে এবং উক্ত পদ শূন্য হইবে।

১০। সদস্য পদে শূন্যতা।—(১) কাউন্সিলের কোন সদস্য যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ ব্যতীত পরপর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকিলে বা কোন কারণে রেজিস্টার হইতে তাহার নাম অপসারিত হইলে কাউন্সিলে তাহার পদ শূন্য হইয়া যাইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার কোন কিছুই সরকার কর্তৃক মনোনীত কাউন্সিলের কোন সদস্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

(২) কাউন্সিলের কোন সদস্যের পদ শূন্য হইলে, নূতন নির্বাচনের মাধ্যমে শূন্য পদ পূরণ করা হইবে এবং তিনি তাহার পূর্বসূরীর মেয়াদের অবশিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত সদস্য পদে বহাল থাকিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, কাউন্সিলের মেয়াদ শেষ হইবার পূর্ববর্তী ছয় মাসের মধ্যে কোন পদ শূন্য হইলে, উক্ত পদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠান না করিয়া কাউন্সিল উহার সদস্য হইবার যোগ্য কোন ব্যক্তিকে শূন্য পদে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

১১। কাউন্সিলের মেয়াদ।—(১) কাউন্সিলের মেয়াদ হইবে উহার গঠনের তারিখ হইতে তিন বৎসর।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও, নূতন কাউন্সিল গঠিত না হওয়া পর্যন্ত, কাউন্সিল উহার দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখিবে।

১২। কাউন্সিলের দায়িত্ব ও ক্ষমতা।—কাউন্সিলের দায়িত্ব ও ক্ষমতা হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

- (ক) চার্টার্ড সেক্রেটারী পেশার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- (খ) সদস্যপদের আবেদন বিবেচনা ও অনুমোদন করা;
- (গ) ছাত্র ভর্তিসহ তাহাদের শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা;
- (ঘ) প্রশিক্ষণের পাঠ্যক্রম প্রণয়ন এবং পাঠ্যসূচী উন্নয়ন করা;
- (ঙ) রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্তির পরীক্ষা পরিচালনা এবং উক্ত পরীক্ষার ফিস নির্ধারণ করা;
- (চ) ছাত্রদের রেজিস্ট্রেশন, প্রশিক্ষণ ও এতদসংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ করা;

- (ছ) রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্তির যোগ্যতা নির্ধারণ করা;
- (জ) রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্তির জন্য বিদেশী সদস্যের যোগ্যতা নির্ধারণ করা;
- (ঝ) এই অধ্যাদেশের অধীন প্র্যাকটিস সনদ মঞ্জুর বা না-মঞ্জুর করা;
- (ঞ) যোগ্য ব্যক্তিদের সনদ ও ডিপ্লোমা প্রদান করা;
- (ট) সদস্য, ছাত্র, পরীক্ষার্থী এবং প্রশিক্ষণ প্রার্থীদের ফিস নির্ধারণ, পরিবর্তন এবং আদায় করা;
- (ঠ) রেজিস্টার হইতে নাম অপসারণজনিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান এবং অপসারিত নাম পুনর্বহাল করা;
- (ড) পাঠাগার সংরক্ষণ ও পরিচালনা করা;
- (ঢ) কোম্পানী ব্যবস্থাপনা এবং প্রাসংগিক প্রফেশনাল বিষয়ে সাময়িকী প্রকাশ করা;
- (ণ) ছাত্রদেরকে আর্থিক ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান করা;
- (ত) শৃংখলা সম্পর্কিত নির্ধারিত ক্ষমতা প্রয়োগ করা;
- (থ) ইনস্টিটিউটের জন্য স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ অর্জন এবং নূতন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা;
- (দ) ইনস্টিটিউটের অফিস স্থাপন এবং ইহার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা করা;
- (ধ) ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করা;
- (ন) কাউন্সিলের নির্বাচন অনুষ্ঠান করা; এবং
- (প) উপরোল্লিখিত কার্যাদির সম্পূরক কার্যসম্পাদন করা এবং এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১৩। স্থায়ী ও সাব-কমিটি গঠন এবং পরিচালনা।—(১) কাউন্সিল, উহার উপর অর্পিত দায়িত্ব, সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিবার লক্ষ্যে, নিম্নবর্ণিত স্থায়ী কমিটিসমূহ প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে গঠন ও পরিচালনা করিতে পারিবে, যথাঃ—

- (ক) নির্বাহী কমিটি;
- (খ) সদস্য রেজিস্ট্রেশন কমিটি;

- (গ) শিক্ষা কমিটি;
- (ঘ) পরীক্ষা কমিটি;
- (ঙ) গবেষণা ও উন্নয়ন কমিটি;
- (চ) শৃংখলা কমিটি;
- (ছ) প্রশিক্ষণ কমিটি; এবং
- (জ) অর্থ কমিটি।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত যে কোন কমিটির উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সহায়তা প্রদানের জন্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কাউন্সিল এক বা একাধিক সাব-কমিটি গঠন ও পরিচালনা করিতে পারিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

সদস্যদের রেজিস্টার

১৪। রেজিস্টার।—(১) নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি উল্লেখ পূর্বক ইনস্টিটিউট, নির্ধারিত পদ্ধতিতে সদস্যদের রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবে, যথা ঃ—

- (ক) সদস্য নম্বর;
- (খ) নাম, পিতা বা স্বামীর নাম, মাতার নাম, জন্ম তারিখ, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা ও পেশাগত কার্যালয়ের ঠিকানা;
- (গ) রেজিস্টারে নাম অন্তর্ভুক্তির তারিখ;
- (ঘ) শিক্ষাগত যোগ্যতা;
- (ঙ) প্র্যাকটিস সনদপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); এবং
- (চ) নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়।

(২) প্রতি বৎসর ১লা জানুয়ারি বা তৎপূর্বে নির্ধারিত পদ্ধতিতে কাউন্সিল উহার সদস্যদের তালিকা প্রকাশ করিবে এবং কোন সদস্য কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইলে, নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে, তালিকার কপি সরবরাহ করা যাইবে।

(৩) প্রত্যেক সদস্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে বাৎসরিক সদস্য ফি প্রদান করিবে।

১৫। রেজিস্টারে সদস্যদের নাম অন্তর্ভুক্তি।—(১) নিম্নবর্ণিত যে কোন ব্যক্তি তাহার নাম রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করাইবার অধিকারী হইবে, যথাঃ—

- (ক) এই অধ্যাদেশ বলবৎ হইবার অব্যবহিত পূর্বে যিনি বিলুপ্ত ইনস্টিটিউটের এসোসিয়েট বা ফেলো সদস্য ছিলেন;
- (খ) এই অধ্যাদেশ বলবৎ হইবার অব্যবহিত পূর্ব হইতে যিনি একজন কোম্পানী সেক্রেটারী বা বোর্ড সেক্রেটারী বা সেক্রেটারী, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, হিসাবে কোম্পানী আইন, সিকিউরিটিজ আইন এবং অন্যান্য প্রচলিত আইন অনুসারে কর্মরত ছিলেন বা আছেন;
- (গ) বিলুপ্ত ইনস্টিটিউট কর্তৃক নির্ধারিত পরীক্ষায় যে ব্যক্তি উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং উক্ত ইনস্টিটিউট কর্তৃক নির্ধারিত প্রশিক্ষণ সফলতার সহিত সমাপ্ত করিয়াছে;
- (ঘ) সদস্যপদের জন্য নির্ধারিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং প্রশিক্ষণ সফলতার সহিত সমাপ্ত করিয়াছে এমন কোন ব্যক্তি;
- (ঙ) সদস্যপদের জন্য নির্ধারিত পরীক্ষায় ও প্রশিক্ষণের সমতুল্য বলিয়া কাউন্সিল কর্তৃক স্বীকৃত বিদেশের কোন পরীক্ষায় যে ব্যক্তি উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিয়াছে;
- (চ) বিলুপ্ত ইনস্টিটিউট বা কাউন্সিল কর্তৃক স্বীকৃত কোন বিদেশী ইনস্টিটিউট হইতে যে ব্যক্তি চার্টার্ড সেক্রেটারী সার্টিফিকেট অর্জন করিয়াছে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্ত ধারার অধীন রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্তির অধিকারী কোন ব্যক্তি যদি বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস না করে, তাহা হইলে তাহার নাম রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে কাউন্সিল, অধিকতর শর্ত আরোপ করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) ও (খ) তে উল্লেখিত যে কোন ব্যক্তি কোনরূপ প্রবেশ ফি ব্যতিরেকে স্বীয় নাম রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করাইতে পারিবে এবং অন্যান্য দফায় উল্লেখিত প্রত্যেক ব্যক্তিকে নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে আবেদন মঞ্জুর এবং নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে তাহার নাম রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত হইবে।

১৬। সদস্য হইবার অযোগ্যতা।—ধারা ১৫ তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রেজিস্টারে কোন ব্যক্তির নাম অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যদি—

- (ক) তিনি কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রী প্রাপ্ত না হন; অথবা
- (খ) আবেদনের সময় তাহার বয়স একুশ বৎসর বা তদূর্ধ্ব না হয়; অথবা

(গ) তিনি অপ্রকৃতিস্থ হন; অথবা

(ঘ) নৈতিক স্বলনজনিত অপরাধে উপযুক্ত আদালত কর্তৃক তিনি দোষী সাব্যস্ত হন এবং সাজা ভোগ করিবার পর অন্যান্য দুই বৎসর অতিক্রান্ত না হইয়া থাকে; অথবা

(ঙ) পেশাগত অসদাচরণের দায়ে তাহার নাম রেজিস্টার হইতে ইতিপূর্বে অপসারিত হইয়া থাকে।

১৭। এসোসিয়েট ও ফেলো সদস্য।—(১) চার্টার্ড সেক্রেটারীগণের সদস্যপদ ফেলো ও এসোসিয়েট এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত থাকিবে।

(২) উপ-ধারা (৩) ও (৪) এর বিধান প্রযোজ্য হয় এমন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির নাম রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত হইলে তিনি একজন এসোসিয়েট হিসাবে গণ্য হইবেন এবং যতদিন তাহার নাম রেজিস্টারে এইরূপ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে ততদিন তাহার নামের পর এসোসিয়েট অব চার্টার্ড সেক্রেটারীজ (এসিএস) উপাধি ব্যবহার করিবার অধিকারী হইবেন।

(৩) বিলুপ্ত ইনস্টিটিউটের ফেলো ছিলেন এমন প্রত্যেক ব্যক্তি ফেলো হিসাবে রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

(৪) এই অধ্যাদেশ বলবৎ হইবার অব্যবহিত পূর্ব হইতে বা পরে কোন ব্যক্তি একাধিক্রমে পাঁচ বৎসর কোম্পানী আইন, সিকিউরিটিজ আইন এবং অন্যান্য প্রচলিত আইন অনুসারে কোম্পানী সেক্রেটারী বা বোর্ড সেক্রেটারী বা সেক্রেটারী, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, হিসাবে কর্মরত থাকিলে, তিনি ফেলো হিসাবে রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত হইবেন এবং প্র্যাকটিস সনদপত্র পাইবার অধিকারী হইবেন।

(৫) কোন এসোসিয়েট সদস্য তাহার সদস্যভুক্তির তারিখ হইতে একাধিক্রমে পাঁচ বৎসর চার্টার্ড সেক্রেটারী পেশায় বা তৎসংক্রান্ত চাকুরীতে নিয়োজিত থাকিলে, ফেলো সদস্যভুক্তির আবেদন ও ফি প্রদান সাপেক্ষে, কাউন্সিল কর্তৃক যোগ্য বিবেচিত হইলে তাহার আবেদনের তারিখ হইতে তিনি ফেলো সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

(৬) ফেলো সদস্য হিসাবে যে ব্যক্তির নাম রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত হইবে তিনি, যতদিন তাহার নাম অনুরূপভাবে অন্তর্ভুক্ত থাকিবে ততদিন, তাহার নামের পর ফেলো অব চার্টার্ড সেক্রেটারীজ (এফসিএস) উপাধি ব্যবহার করিবার অধিকারী হইবেন।

১৮। প্র্যাকটিস সনদপত্র (Certificate of Practice)—(১) ইনস্টিটিউট প্রদত্ত সনদপত্রের অধিকারী না হইলে কোন সদস্য বাংলাদেশের কোথাও প্র্যাকটিস করিতে পারিবে না।

(২) প্রাইভেট প্র্যাকটিস করিতে আগ্রহী কোন সদস্য ইনস্টিটিউট কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে ও নির্ধারিত ফি প্রদানপূর্বক কাউন্সিলের নিকট আবেদন করিতে পারিবে।

(৩) প্রাইভেট প্র্যাকটিসের সনদধারী প্রত্যেক সদস্য নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নির্ধারিত বাৎসরিক ফি জমা প্রদান করিবে।

(৪) এই অধ্যাদেশে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, কোন সদস্য প্র্যাকটিস করেন বলিয়া গণ্য হইবে—

(ক) যদি তিনি ব্যক্তিগতভাবে বা পেশায়নিযুক্ত অন্য কোন সদস্যের বা নির্ধারিত অন্য কোন পেশার সদস্যের অংশীদারী ফার্মে সম্মানীর বিনিময়ে জড়িত থাকেন;

(খ) কোন কোম্পানীতে চার্টার্ড সেক্রেটারী হিসাবে পেশাগত সেবা প্রদানে নিয়োজিত থাকেন;

(গ) কোম্পানী গঠন, নিগমবন্ধকরণ, পুনর্গঠন, একত্রীকরণ বা বিলুপ্তিকরণের সহিত সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদান করেন বা সেবা প্রদানে আগ্রহী হন;

(ঘ) কোম্পানীর পক্ষে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে সেবা প্রদান করেন বা সেবা প্রদানে আগ্রহী হন, যথা :—

(অ) কোম্পানীর পক্ষে উহার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি কোম্পানীর ফরম, আবেদন এবং রিটার্নসহ রেজিস্টার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মস বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নিকট কোন দলিল জমাদান, নিবন্ধন, সত্যায়ন বা প্রত্যয়নের কাজ করেন;

(আ) সিকিউরিটি ট্রান্সফার বা ট্রান্সমিশন সংক্রান্ত কাজ করেন;

(ই) সিকিউরিটি বা বণ্ড ইস্যু সংক্রান্ত কাজ করেন;

(ঈ) শেয়ার ও স্টক ব্রোকার সংক্রান্ত কাজ করেন;

(উ) আপাততঃ বলবৎ কোম্পানী আইন, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ আইন বা ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশনস এর অধীনে কোন কোম্পানী পরিচালনায় উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করেন;

(ঊ) কোম্পানীর পক্ষে বা কোম্পানীর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সনদ ইস্যুর কাজ করেন;

(ঋ) সেক্রেটারীয়েল অডিট বা কন্সালটেন্ট হিসাবে কাজ করেন;

(ঙ) চার্টার্ড সেক্রেটারী সংক্রান্ত পেশাগত সেবা প্রদান বা সেবা প্রদানে সহায়তা প্রদান করেন; এবং

(চ) কাউন্সিলের বিবেচনায় প্র্যাকটিসরত চার্টার্ড সেক্রেটারী কর্তৃক অন্য যে সব সেবা প্রদান করেন।

(৫) প্রাইভেট প্র্যাকটিসরত কোন চার্টার্ড সেক্রেটারী কোন কোম্পানীতে সার্বক্ষণিক চাকুরীতে নিয়োজিত হইতে পারিবে না এবং কোন কোম্পানীতে সার্বক্ষণিক কর্মরত কোন চার্টার্ড সেক্রেটারী কোনভাবেই প্রাইভেট প্র্যাকটিসের সাথে সম্পৃক্ত হইতে পারিবে না।

১৯। পেশাগত অসদাচরণ।—(১) কোন চার্টার্ড সেক্রেটারী পেশাগত অসদাচরণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি তিনি—

(ক) অন্য কোন ব্যক্তিকে তাহার নামে চার্টার্ড সেক্রেটারী হিসাবে প্র্যাকটিস করিতে অনুমতি দেন;

(খ) সদস্য নহে এইরূপ কোন ব্যক্তিকে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, তাহার পেশাগত কাজ বাবদ প্রাপ্ত ফি এর অংশবিশেষ হিস্যা, কমিশন বা দালালী হিসাবে প্রদান করেন, প্রদান করার জন্য অনুমতি দেন বা প্রদান করিতে সম্মত হন;

(গ) পেশার কার্যক্রমে অংশীদার হইবার যোগ্যতা নাই এমন কোন ব্যক্তির মাধ্যমে বা চার্টার্ড সেক্রেটারীর জন্য শোভন নয় এমন কোন উপায়ে কোন পেশাগত কাজ অর্জন করেন;

(ঘ) সার্কুলার, বিজ্ঞাপন বা অনুরূপ কোন উপায়ে মক্কেল পাওয়ার জন্য বা পেশাগত কাজ পাইবার জন্য অনুরোধ করেন;

(ঙ) পেশাগত সাফল্য প্রচার করেন, পেশাগত দলিল, ভিজিটিং কার্ড, চিঠির প্যাড বা সাইন বোর্ডে চার্টার্ড সেক্রেটারী পদবী বা চাকুরীর ক্ষেত্রে অন্য কোন পদমর্যাদা ছাড়া এমন কোন ডিগ্রীর উল্লেখ করেন, শিক্ষাগত ডিগ্রী ব্যতীত, যে ডিগ্রীর কোন আইনগত ভিত্তি নাই বা যাহা কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত নয়;

(চ) ইতোপূর্বে অন্য কোন চার্টার্ড সেক্রেটারী কর্তৃক ধারণ করা হইয়াছে এমন কোন পেশাগত দায়িত্ব প্রথমোক্ত চার্টার্ড সেক্রেটারীকে লিখিতভাবে অবগত না করিয়া গ্রহণ করেন;

(ছ) কাউন্সিল কর্তৃক অননুমোদিত এবং চার্টার্ড সেক্রেটারীর পেশা নয় এমন কোন ব্যবসায় নিয়োজিত রাখেন;

(জ) প্র্যাকটিসরত অথচ সদস্য নহেন এমন কোন ব্যক্তিকে তাহার পক্ষে এমন কিছু দলিল সত্যায়িত বা সার্টিফাই করিবার জন্য অনুমতি দেন যাহা শুধুমাত্র চার্টার্ড সেক্রেটারীকেই সত্যায়িত বা সার্টিফাই করিতে হয়; এবং

(ঝ) তাহার চাকুরী বা দায়িত্ব পালনের সুবাদে জানা এমন কোন গোপন তথ্য, প্রচলিত কোন আইন অনুযায়ী বা নিয়োগকারী কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত না হইয়া, ফাঁস করিয়া দেন।

(২) প্র্যাকটিস না করিয়া বা চার্টার্ড সেক্রেটারী হিসাবে কর্মরত না থাকিয়া অন্য কোন চাকুরীতে নিয়োজিত আছে বা থাকে, এমন কোন সদস্য অসদাচরণ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যদি তিনি কোন কোম্পানী, ফার্ম বা ব্যক্তির কর্মচারী হইয়া—

(ক) তাহার চাকুরীর বেতনের কোন অংশ, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রদান করেন, প্রদান করিবার অনুমতি দেন বা তাহাতে সম্মতি প্রদান করেন;

(খ) দফা (ক) তে উল্লিখিত কোম্পানী, ফার্ম বা ব্যক্তি কর্তৃক নিযুক্ত উকিল, চার্টার্ড সেক্রেটারী বা দালালের নিকট হইতে কমিশন বা বখশিস হিসাবে তাহার আয়ের কিছু অংশ গ্রহণ করেন বা করিতে সম্মত হন।

(৩) কোন সদস্য, পেশাগত অসদাচরণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি তিনি—

(ক) কাউন্সিলের নিকট প্রদত্ত কোন স্টেটমেন্ট, রিটার্ন বা ফরমে এমন কিছু বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করেন যাহা তিনি মিথ্যা বলিয়া জানেন;

(খ) ফেলো না হইয়া নিজকে ফেলো হিসাবে পরিচয় দেন;

(গ) কাউন্সিল বা কমিটি কর্তৃক প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ না করেন;

(ঘ) পেশাগত দায়িত্ব পালনের সূত্রে প্রাপ্ত অর্থ আত্মসাৎ বা তসরুফ করেন;

(ঙ) এই অধ্যাদেশ বা প্রবিধানের কোন বিধান লংঘন করেন;

(চ) কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন কাজ করা হইতে বিরত থাকেন।

(৪) প্রাইভেট প্র্যাকটিসরত কোন চার্টার্ড সেক্রেটারী পেশাগত অসদাচরণ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যদি তিনি—

(ক) তাহার নিয়োগকারী মক্কেলের সম্মতি ব্যতিরেকে এমন কোন তথ্য, যাহা তিনি তাহার দায়িত্ব পালনের সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছেন, মক্কেল ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করেন;

- (খ) কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করিয়া প্র্যাকটিস সম্পর্কিত কোন প্রতিবেদন সত্যায়িত করেন;
- (গ) কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া এমন কোন প্রতিবেদন বা মতামত প্রদান করেন যাহাতে তাহার, তাহার ফার্ম বা তাহার ফার্মের কোন অংশীদারের স্বার্থ রহিয়াছে অথচ প্রতিবেদনে উহার উল্লেখ নাই;
- (ঘ) তাহার জানামতে কোন বাস্তব ঘটনা, কোন প্রতিবেদন বা মতামত গোপন করিবার জন্য সাহায্য করিয়াছেন, যদিও সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন বা মতামতকে বিভ্রান্তি মুক্ত করিবার জন্য উহা প্রকাশ করা প্রয়োজনীয় ছিল;
- (ঙ) প্রতিবেদনে তাহার জানামতে এমন কোন তথ্য প্রকাশ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন যাহার সহিত তিনি, তাহার পেশাগত ক্ষমতার কারণে সংশ্লিষ্ট ছিলেন;
- (চ) তাহার পেশাগত দায়িত্ব পালনে গুরুতর অবহেলা করেন; এবং
- (ছ) তাহার মক্কেলের অর্থ কোন আলাদা হিসাবে জমা রাখিতে বা উক্ত টাকা যে উদ্দেশ্যে খরচ করার কথা সে উদ্দেশ্যে খরচ করিতে ব্যর্থ হন।

২০। পেশাগত অসদাচরণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ।—(১) কোন তথ্য বা অভিযোগের ভিত্তিতে বা কাউন্সিল নিজ উদ্যোগে যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন সদস্য পেশাগত বা অন্য কোনভাবে ধারা ১৯ এর অধীন কোন অসদাচরণে লিপ্ত বা অসদাচরণের দায়ে অভিযুক্ত, তাহা হইলে কাউন্সিল বিষয়টি শৃঙ্খলা কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে এবং শৃঙ্খলা কমিটি নির্ধারিত পদ্ধতিতে তদন্ত করিবে এবং তদন্তের প্রতিবেদন কাউন্সিলের নিকট পেশ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কাউন্সিল যদি এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, সংশ্লিষ্ট সদস্য কোন পেশাগত অসদাচরণের দায়ে দোষী নহে, তাহা হইলে অভিযোগটি খারিজ করিয়া দিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর যদি কাউন্সিল মনে করে যে, সংশ্লিষ্ট সদস্য কোন পেশাগত অসদাচরণের দায়ে দোষী, তাহা হইলে কাউন্সিল তাহাকে যুক্তিসঙ্গত শুনানীর সুযোগ প্রদানপূর্বক নিম্নোক্ত শাস্তির আদেশ দিতে পারিবে, যথা :—

- (ক) তিরস্কার; বা
- (খ) রেজিস্টার হইতে সাময়িকভাবে নাম অপসারণ; বা
- (গ) রেজিস্টার হইতে স্থায়ীভাবে নাম অপসারণ।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন কোন আদেশ প্রদান করা হইলে উক্ত আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সরকারের নিকট আপীল করিতে পারিবে এবং সরকার উক্ত আপীল দায়েরের তারিখ হইতে ষাট দিনের মধ্যে আপীলটি নিষ্পত্তি করিবে এবং এই ক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

(৫) সরকার উপ-ধারা (৪) এ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপীলটি নিষ্পত্তি করিতে না পারিলে উহা মঞ্জুর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২১। রেজিস্টার হইতে নাম অপসারণ।—(১) কোন সদস্য মৃত্যুবরণ করিলে বা নিজের নাম অপসারণের জন্য লিখিতভাবে অনুরোধ করিলে বা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোন নির্ধারিত ফি প্রদানে ব্যর্থ হইলে বা এই অধ্যাদেশের অধীন কোন অযোগ্যতা থাকিলে বা অর্জন করিলে বা অন্য কোন কারণে রেজিস্টারে নাম বহাল রাখিবার অধিকার হারাইলে, কাউন্সিল তাহার নাম রেজিস্টার হইতে অপসারণ করিতে পারিবে।

(২) কাউন্সিল কর্তৃক কোন সদস্যের নাম রেজিস্টার হইতে অপসারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে, উক্ত সদস্যের নাম রেজিস্টার হইতে অপসারিত হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা ও কর্মচারী

২২। সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী।—(১) কাউন্সিল ইনস্টিটিউটের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে একজন সচিবসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকুরীর শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(২) সচিব ইনস্টিটিউটের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন এবং তিনি কাউন্সিলের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ইনস্টিটিউটের প্রশাসন পরিচালনার জন্য দায়ী থাকিবেন।

(৩) সচিবের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে সচিব তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, নতুন সচিব নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত কিংবা সচিব পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত ইনস্টিটিউটে কর্মরত কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবে।

পঞ্চম অধ্যায়

তহবিল, ঋণ গ্রহণ, বাজেট ও হিসাবরক্ষণ ইত্যাদি

২৩। ইনস্টিটিউটের তহবিল।—(১) ইনস্টিটিউটের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা :—

- (ক) ইনস্টিটিউট কর্তৃক বিভিন্ন খাত হইতে প্রাপ্ত অর্থ;
- (খ) ইনস্টিটিউট কর্তৃক গৃহীত ঋণ;
- (গ) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
- (ঘ) কোন বিদেশী সরকার, সংস্থা বা কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা হইতে প্রাপ্ত অনুদান;
- (ঙ) সদস্যগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত সদস্য ফি এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ;
- (চ) সরকার হইতে প্রাপ্ত অনুদান; এবং
- (ছ) অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) তহবিলে জমাকৃত অর্থ কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখা হইবে এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত অর্থ উত্তোলন করা যাইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, প্রবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে তহবিল হইতে অর্থ উত্তোলন করা যাইবে।

(৩) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তহবিল হইতে ইনস্টিটিউটের সার্বিক প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা যাইবে।

(৪) তহবিল বা উহার অংশবিশেষ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন খাতে বিনিয়োগ করা যাইবে।

২৪। হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা।—(১) ইনস্টিটিউট তহবিলের সঠিক ও যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ করিবে এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব নির্ধারিত পদ্ধতিতে চার্টার্ড একাউন্টেন্টস ফার্ম দ্বারা নিরীক্ষা করাইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নিয়োগকৃত চার্টার্ড একাউন্টেন্টস ফার্ম ইনস্টিটিউটের হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় বই ও অন্যান্য দলিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনবোধে কাউন্সিলের যে কোন সদস্য এবং ইনস্টিটিউটের যে কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবে।

(৩) হিসাব নিরীক্ষার পর চার্টার্ড একাউন্টেন্টস ফার্ম ইনস্টিটিউটের নিকট নিরীক্ষা প্রতিবেদন পেশ করিবে এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর ইনস্টিটিউট উহা প্রকাশ করিবে এবং উহার একটি কপি সরকার ও কাউন্সিলের প্রত্যেক সদস্যের নিকট প্রেরণ করিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

দণ্ড, জরিমানা ও আপীল ইত্যাদি

২৫। মিথ্যা দাবীর দণ্ড।—কোন ব্যক্তি যদি—

- (ক) সদস্য না হইয়াও সদস্য হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করেন; বা
- (খ) চার্টার্ড সেক্রেটারী না হইয়াও চার্টার্ড সেক্রেটারী পদবী ব্যবহার করেন; বা
- (গ) এসোসিয়েট সদস্য বা ফেলো সদস্য না হইয়াও নামের পরে এসিএস বা এফসিএস পদবী ব্যবহার করেন; বা
- (ঘ) কোন সদস্যের প্র্যাকটিস সনদ না থাকা সত্ত্বেও এইভাবে প্রচার করেন যে তিনি প্র্যাকটিসে আছেন; বা
- (ঙ) চার্টার্ড সেক্রেটারী হিসাবে প্র্যাকটিস করেন :

তবে তিনি প্রথমবার দোষী সাব্যস্ত হইলে অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং পরবর্তীতে একই অপরাধের জন্য পুনরায় দোষী সাব্যস্ত হইলে প্রতিবারের জন্য অনূর্ধ্ব ছয় মাস কারাদণ্ড বা অনধিক বিশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

২৬। ইনস্টিটিউটের নাম ব্যবহার ও চার্টার্ড সেক্রেটারী ডিগ্রী প্রদানের দণ্ড।—(১) এই অধ্যাদেশে ভিন্নতর কিছু না থাকিলে, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান—

- (ক) এমন কোন নাম বা সাধারণ সীলমোহর ব্যবহার করিবে না যাহা ইনস্টিটিউটের নাম বা সাধারণ সীলমোহরের অনুরূপ; এবং
- (খ) এমন কোন ডিগ্রী, ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট বা পদবী প্রদান করিবে না যাহা চার্টার্ড সেক্রেটারীর যোগ্যতার অনুরূপ বিবেচিত হয়।

(২) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্ত অপরাধের জন্য প্রথমবার দোষী সাব্যস্ত হইলে অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং পরবর্তীতে একই অপরাধের জন্য পুনরায় দোষী সাব্যস্ত হইলে প্রতিবারের জন্য অনধিক বিশ হাজার টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

২৭। লিমিটেড কোম্পানী কর্তৃক চার্টার্ড সেক্রেটারী হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা নিষেধ।—(১) কোন লিমিটেড কোম্পানী, বাংলাদেশে নিবন্ধিত হউক বা না হউক, চার্টার্ড সেক্রেটারী হিসাবে প্র্যাকটিস করিতে পারিবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘনকারী কোন কোম্পানী প্রথমবার দোষী সাব্যস্ত হইলে অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং পরবর্তীতে একই অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে অনধিক দশ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৩) এই অধ্যাদেশের অধীন কোন বিধান লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি যদি কোম্পানী হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানীর মালিক, পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা প্রতিনিধি বিধানটি লঙ্ঘন করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত লঙ্ঘন তাহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে অথবা উক্ত লঙ্ঘন রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা—এই ধারায়—

(ক) “কোম্পানী” বলিতে কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত কোন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, সমিতি বা সংগঠনকে বুঝাইবে;

(খ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, “পরিচালক” বলিতে উহার কোন অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্যকেও বুঝাইবে।

২৮। অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ।—ইনস্টিটিউট, কাউন্সিলের কোন সদস্য অথবা ইনস্টিটিউটের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ ব্যতীত কোন আদালত এই অধ্যাদেশের অধীন কোন অপরাধ বিচারের জন্য গ্রহণ করিবে না।

২৯। আপীল।—এই অধ্যাদেশের অধীন কোন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কোন রায় বা আদেশ দ্বারা কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি উক্ত রায় বা আদেশ প্রদত্ত হইবার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে একতিয়ার সম্পন্ন আদালতে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

সপ্তম অধ্যায়

বিবিধ

৩০। প্রবিধান প্রণয়ন।—(১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ইনস্টিটিউট, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া নিম্নলিখিত সকল বা যে কোন বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করা যাইবে, যথা ঃ—

(ক) কাউন্সিলের পদসমূহ নির্ধারণ এবং উক্ত পদে নির্বাচন অনুষ্ঠান পদ্ধতি;

(খ) কাউন্সিল সভার কার্যপদ্ধতি;

- (গ) কাউন্সিল সদস্যগণের পদত্যাগ ও সদস্যপদে শূন্যতা পূরণের পদ্ধতি;
- (ঘ) স্থায়ী কমিটি ও সাব-কমিটি গঠন ও উহার কার্যাবলী নির্ধারণ;
- (ঙ) ইনস্টিটিউটের সদস্যগণের রেজিস্টার সংরক্ষণ ও রেজিস্টারে সদস্যগণের নাম অন্তর্ভুক্তকরণের পদ্ধতি;
- (চ) ইনস্টিটিউটের সদস্য হওয়ার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা নির্ধারণ এবং রেজিস্টার হইতে নাম অপসারণ পদ্ধতি;
- (ছ) এসোসিয়েট ও ফেলো সদস্যের যোগ্যতা নির্ধারণ;
- (জ) প্র্যাকটিস সনদপত্র সংক্রান্ত পদ্ধতি নির্ধারণ;
- (ঝ) কাউন্সিলের সদস্যগণের অসদাচরণ এবং অসদাচরণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ;
- (ঞ) ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকুরীর শর্তাবলী নির্ধারণ; এবং
- (ট) ইনস্টিটিউট কর্তৃক চুক্তি সম্পাদন এবং পারস্পরিক স্বীকৃতি।

৩১। বিলোপ ও হেফাজত।—(১) কোম্পানী আইন এর অধীন প্রতিষ্ঠিত Institute of Chartered Secretaries and Managers of Bangladesh, অতঃপর বিলুপ্ত ইনস্টিটিউট বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্বারা বিলুপ্ত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন Institute of Chartered Secretaries and Managers of Bangladesh বিলুপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে—

- (ক) বিলুপ্ত ইনস্টিটিউটের সকল ফেলো ও এসোসিয়েট সদস্য এই ইনস্টিটিউটের ফেলো ও এসোসিয়েট সদস্য হিসাবে রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত হইবেন;
- (খ) বিলুপ্ত ইনস্টিটিউটের কাউন্সিল এবং কাউন্সিলের কমিটিসমূহ নতুন নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত এই ইনস্টিটিউটের কাউন্সিল এবং কাউন্সিলের কমিটি হিসাবে পরিচিত হইবে;
- (গ) বিলুপ্ত ইনস্টিটিউট এর সকল সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও সুবিধাদি এবং স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তি, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ এবং অন্য সকল দায় ও অধিকার এই ইনস্টিটিউটে হস্তান্তরিত হইবে এবং এই ইনস্টিটিউট উহার স্বত্তাধিকারী হইবে;
- (ঘ) বিলুপ্ত হইবার অব্যবহিত পূর্বে বিলুপ্ত ইনস্টিটিউটের যে সকল ঋণ, দায় এবং দায়িত্ব ছিল তাহা এই ইনস্টিটিউটের ঋণ, দায় এবং দায়িত্ব হিসাবে পরিগণিত হইবে;

- (ঙ) বিলুপ্ত হইবার পূর্বে বিলুপ্ত ইনস্টিটিউট কর্তৃক অথবা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত যে সকল মামলা-মোকদ্দমা চালু ছিল, সেই সকল মামলা-মোকদ্দমা এই ইনস্টিটিউট কর্তৃক অথবা এই ইনস্টিটিউটের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বলিয়া গণ্য হইবে; এবং
- (চ) কোন চুক্তি, দলিল বা চাকুরীর শর্তে যাহাই থাকুক না কেন, বিলুপ্ত ইনস্টিটিউটের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর চাকুরী এই ইনস্টিটিউটে স্থানান্তরিত হইবে এবং তাহারা এই ইনস্টিটিউট কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাহারা এই স্থানান্তরের পূর্বে যে শর্তে চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলেন, এই ইনস্টিটিউট কর্তৃক তাহা পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত সেই একই শর্তে তাহারা এই ইনস্টিটিউটের চাকুরীতে নিয়োজিত থাকিবেন এবং এইরূপ স্থানান্তরের জন্য তাহারা, আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে পারিবেন না।

তারিখ : ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৫ বঙ্গাব্দ
১২ জুন ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ।

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ
রাষ্ট্রপতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

কাজী হাবিবুল আউয়াল
ভারপ্রাপ্ত সচিব।